প্রথম আলো

তারিখ . . 12 .APR. 2015. ...
পৃষ্ঠা ...১০.. কলাম.... ২ ......

সবার জন্য শিক্ষা

যেতে হবে আরও বহুদূর

গত বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা (ইউনেসকো) সবার জন্য শিক্ষা : অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ শিরোনামে যে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে, তা কোনোভাবেই আশা জাগায় না। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচিতে যে ২০টি দেশ ধীরগতিতে এগোচ্ছে, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা কেন ধীরগতি থেকে দ্রুতগতিতে পৌঁছাতে পারলাম না? তাহলে সরকারের নীতিনির্ধারকেরা শিক্ষায় প্রভূত উন্নতি হয়েছে বলে যে বয়ান দিচ্ছেন, তার সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই?

বাংলাদেশ ২০০০ সাল থেকে কখনোই বিদ্যালয়ে যায়নি—এমন শিশুর সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে এনেছে। এটি ইতিবাচক। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলে ও মেয়েশিশুর সমতা অর্জন থেকে বাংলাদেশের দূরে থাকা এবং বয়স্ক শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক দূরে থাকা নিশ্চয়ই অগ্রগতির পরিচায়ক নয়। আমরা নারীশিক্ষায় অনেক অগ্রগতি অর্জন করেছি; সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে তাঁদের কর্মসংস্থানও বেড়েছে; কিন্তু এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে ছেলে শিক্ষার্থী ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সমতা আনতে না পারা দুঃখজনক। ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক—দেশের একটি শিশুর বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা কিংবা বিদ্যালয় থেকে অকালে ঝরে পড়া কেবল একটি পরিবারেরই ক্ষতি নয়, গোটা দেশের ক্ষতি। তাই ছেলেমেয়ে-নির্বিশেষে সব শিশুর বিদ্যালয়ে যাওয়া নিশ্চিত করার জন্য যা প্রয়োজন, সরকারকে সেটাই করতে হবে।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ তুলনামূলক কমে যাচ্ছে। আগে শিক্ষা খাতে মোট জাতীয় উৎপাদনের ২ দশমিক ৩ শতাংশ ব্যয় করা হলেও বর্তমানে করা হচ্ছে ২ দশমিক ১ শতাংশ। অথচ ইউনেসকোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে শিক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানোর বিকল্প নেই। আমরা আশা করব, আগামী বাজেটে শিক্ষা খাতে মোট জাতীয় উৎপাদনের ৩ শতাংশ কিংবা উন্নয়ন বরাদ্দের ১২ শতাংশ রাখা হবে। কেননা, শিক্ষাই হলো ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ।